৭.১১ শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)

(Article → 23-24)

গণতন্ত্র ও শোষণ পরস্পর-বিরোধী। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোনরকম শোষণ থাকতে পারে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। তা ছাড়া ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর করার জন্য শোষণের অবসান আবশ্যক। কারণ শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় ন্যায় ও স্বাধীনতার অস্তিত্ব অসম্ভব। তাই ভারতের সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারকে গুরুত্ব সহকারে স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ২৩ এবং ২৪ ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারের উল্লেখ আছে।

সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নং অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর তিনদশকের অধিককাল অবধি উল্লিখিত অনুচ্ছেদ দুটি অক্রিয় অবস্থাতেই ছিল। সংশ্লিষ্ট দুটি সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে নিয়ে বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আশির দশকের গোড়ার দিক থেকে, বিশেষত ১৯৮২ সাল থেকে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ দুটির

Scanned by CamScanner

গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রকাশ পেতে থাকে। দীন-দরিদ্র মানুষের দুর্দশা দূরীকরণের ব্যাপারে অনুচ্ছেদ দুটি আদালতের হাতে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে প্রতিপন্ন হয়।

মানুষকে নিয়ে ব্যবসা বা বেগার খাটানো নিষিদ্ধ।। সংবিধানের ২৩ ধারায় বল প্রয়োগের দ্বারা পরিশ্রম করানো, মানুষ ক্রয়-বিক্রয়, বেগার খাটানো বিশেষ দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। দাসপ্রথা, স্ত্রীলোককে দিয়ে নীতিবিগর্হিত কাজ করানো, বিনা বেতনে কাজ করানো নিষিদ্ধ হয়েছে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নারী, শিশু প্রভৃতির কেনা-বেচা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে [রাজবাহাদুর বনাম লিগাল রিমেমব্রানসার (১৯৫৩)]। পার্লামেণ্ট 'Suppression of Traffic in Women and Girls Act, 1958' নামে একটি আইন পাস করেছে। প্রসঙ্গত মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) সরকারের 'Madras Devadasi (Prevention of Dedication) Act 1947' আইনটিও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্রকৃত অর্থে দাসপ্রথা নেই। তবুও ভারতের অগণিত দীন-দরিদ্র ও অবহেলিত নীচু জাতের মানুষের সামাজিক অবস্থা দাসপ্রথার কথাই মনে করিয়ে দেয়। সামাজিক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিবর্গের দ্বারা এই সমস্ত বঞ্চিত মানুষের শোষণের ঘটনা ভারতে অস্বীকার করা যায় না। এই অনগ্রসর ভারতবাসীদের দুরবস্থা দূরীকরণের জন্যই ২৩ ধারায় শোষণবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যতিক্রম।। সংবিধানের ২৩ ধারার নির্দেশ কেবল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে; রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয়। রাষ্ট্র জনগণের স্বার্থে বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিকদের খাটিয়ে নিতে পারে [২৩(২) ধারা]। দেশের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নাগরিকদের সামরিক কাজে বাধ্যতামূলকভাবে নিয়োগ করতে পারে। কিন্তু এরকম বাধ্যতামূলক কাজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নাগরিকদের মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন বিচারে কোনরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

বিপজ্জনক কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ।। সংবিধানের ২৪ ধারা অনুসারে ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের কারখানা, খনি, বা অন্য কোন বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ। এই অধিকারটি ভারতের নাগরিক এবং ভারতে বসবাসকারী বিদেশীরাও ভোগ করতে পারবে। এই মৌলিক অধিকারটিকে বাস্তবে কার্যকর করার জন্য পার্লামেণ্ট ইতিমধ্যে কয়েকটি প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেছে। উদাহরণ হিসাবে 'Factories Act, 1948', 'The Mines Act, 1952', এবং 'The Child Labour (Prohibition and Regulation) Bill, 1986' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মূল্যায়ন (Evaluation)।। ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকারটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে কতকগুলি অভিযোগকে অস্বীকার করা যায় না। শোষণ কথাটির সঠিক অর্থ স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হয়নি। ভারতে এই অধিকারটির ব্যঞ্জনা সীমাবদ্ধ। বস্তুতঃ ধনবৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় শোষণের অবসান অসম্ভব। অর্থনৈতিক অসাম্যেরই অপরিহার্য ফল হল শোষণ। সমাজব্যবস্থায় ধনবৈষম্যের অবসান এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজ থেকে শোষণ নির্মূল করা যাবে না। তাই ভারতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিকের অভাব নেই, নারীকে দিয়ে অসাধু ব্যবসা ব্যাপকভাবে অব্যাহত এবং বেগার খাটানোর ঘটনা এখনও ঘটে।

মার্কসীয় মূল্যায়ন।। মার্কসীয় ধারণা অনুসারে 'শোষণ' (Exploitation) কথাটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বলা হয় যে, মূল উৎপাদক হল শ্রমজীবী মানুষের দল। তারা উৎপাদনের উপাদানের মালিকদের দ্বারা শোষিত হয়। এ ক্ষেত্রে শোষণ বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক শোষণ বা শ্রমের অন্যায্য মূল্য দান। ভারতীয় সংবিধানে শোষণের বিরুদ্ধে যে অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেখানে শোষণের এই অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনাটি অনুপস্থিত। এখানে বেগার খাটানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু কোন মালিক স্বচ্ছন্দে নামমাত্র মজুরি দিয়ে শ্রমিক-শোষণ কায়েম করতে পারে। এরকম শোষণের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার বা অধিকারের বন্দোবস্ত ভারতীয় সংবিধানে নেই।

Scanned by CamScanner